বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
জীবন বীমা টাওয়ার(১৪,১৫,১৬ ও ২০তম তলা)
১০, দিলকুশা সি/এ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সূত্র নং- এসইসি/মূখপাত্র/২০১১/৯৫৪ তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৩ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

৪৮৭ তম কমিশন সভা গত ২৩/০৭/২০১৩ ইং তারিখে এবং উক্ত সভার মূলতবি সভা অদ্য ২৪/০৭/২০১৩ ইং তারিখে কমিশনের সভা কক্ষে চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. খায়রুল হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্যের মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে ঃ

১. সভায় Bangladesh Securities and Exchange Commission (Research Analysis) Rules, 2013 চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হয়েছে যা অতি শীঘ্রই বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ করা হবে।

২. কমিশনের সার্ভেইল্যান্স বিভাগ দৈনিক লেনদেন পর্যবেক্ষণের জন্য সম্প্রতি কমিশনে স্থাপিত সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম ব্যবহার করে আসছে। সার্ভেইল্যান্স সিস্টেমে প্রাপ্ত এলার্ট তদন্তপূর্বক ইতোমধ্যে বেশকিছু "short sale" এর বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৮টি স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম এর অংশ হিসাবে ইতোমধ্যে ১৩টি short sale এর বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং ৫টি short sale এর বিষয়ে স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার এর শুনানী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও কিছু কিছু শেয়ার এর অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি সার্ভেইল্যান্স বিভাগের দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেমন- জে এম আই সিরিঞ্জ এন্ড মেডিকেল ডিভাইসেস লিঃ এর অস্বাভাবিক দরবৃদ্ধির জন্য গত ০২/০৭/২০১৩ইং তারিখে গঠিত তদন্ত কমিটি কাজ করছে। ইতোপূর্বে আলহাজ্ব টেক্সটাইল মিলস লিঃ, বঙ্গজ লিঃ, সিভিও পেট্রোকেমিক্যাল রিফাইনারী লিঃ এবং সামিট পূর্বাঞ্চল পাওয়ার কোম্পানী লিঃ এর শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাক্রমে ২৪/০৪/২০১৩ এবং ১২/০৩/২০১৩ইং তারিখে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে তদন্তের লক্ষ্যে আরো ৭টি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। গত চার দিন যাবত অব্যাহত দরপতনের পিছনে কারণ অনুসন্ধানের জন্য ইতোমধ্যেই সার্ভেইল্যান্স বিভাগ যথাযথ কার্যক্রম শুরু করেছে। এ প্রেক্ষিতে সার্বিক বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক আজকের সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, তদন্ত/অনুসন্ধান ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যত দ্রুত সম্ভব কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩. এছাড়াও আজকের সভায় কমিশন সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা ২০০১ এর বিধি ৬৬ এর সংশোধন অনুমোদন করেছে যা শীঘ্রই বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হবে। এই সংশোধনীর উল্লেখযোগ্য দিক নিম্নরূপঃ

"৬৬। **লভ্যাংশ বিতরণ ও উহার সীমা**।- প্রত্যেক মিউচ্যুয়াল ফান্ড উহার বার্ষিক হিসাব সমাপ্ত হইবার পর প্রতিটি স্কীমের বিপরীতে উক্ত স্কীমের ইউনিট মালিকগণের মধ্যে এই বিধিমালার আলোকে ও ট্রাস্টির মতামত সাপেক্ষে নগদ লভ্যাংশ অথবা রি-ইনভেস্টমেন্ট অথবা উভয় অপশন বিতরণের ঘোষণা করিবে যাহার পরিমাণ উক্ত স্কীমের বার্ষিক লাভের শতকরা সত্তর ভাগ (৭০%) এর কম হইবে না। উল্লেখ্য, কমিশন কর্তৃক নিবন্ধনকৃত সকল মেয়াদী মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর ক্ষেত্রে অত্র বিধি/বিধান প্রযোজ্য হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেই সকল বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ স্কীমের প্রকৃতি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে শুরুতেই বিনিয়োগকারীদের সম্পূর্ণরূপে জানানো হইয়াছিল উহাদের ক্ষেত্রে উক্ত লভ্যাংশ প্রদানের হার বার্ষিক লাভের অন্ততঃ পঞ্চাশ ভাগ (৫০%) এর কম হইবে নাঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে ইউনিট মালিকগণের নিকট বিতরণপূর্বক এতদসংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে কমিশন, ট্রাস্টি ও হেফাজতকারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে।"

Rahman
28/07/2013

মোঃ সাইফুর রহমান
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

ফোন (পিএবিএক্স) : ৮৮ ০২ ৯৫৬৮১০১-২, ৮৮ ০২ ৯৫৬১৫২৫, ফ্যাক্স : ৮৮ ০২ ৯৫৬৩৭২১, ৭১৭৬৬০৪ই-মেইল : secbd@bdmail.net ওয়েব : www.secbd.org